২৭/৮/২০০৭

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

দৈনিক ইত্তেফাক

সংকটের আবর্তে আজকের শিক্ষাঙ্গন ঃ সমাধানের সন্ধানে

অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী

বর্তমানে বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে এক চরম সংকট দেখা দিয়েছে। এই সংকট একদিনে সৃষ্টি হয়নি। বছরের পর বছর ধরে জমে উঠা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের প্রশ্রয়, প্রশাসনের সীমাহীন পক্ষপাতিত্ব, দলীয়করণ ও দুর্নীতি এই সংকটকে ঘনীভূত করেছে। গত পাঁচ বছর সময়ে অবাধ দলীয়করণ ও সন্ত্রাসের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শুধু যে শিক্ষা-কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে তা নয়, বর্তমানে এগুলো ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। তরুণ শিক্ষার্থীরা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে যখন এই অবস্থা দেখে তখন তাদের মধ্যে জন্ম নেয় চরম হতাশা; তারা হয়ে উঠে বিক্ষুব্ধ। তরুণ মনের এই হতাশা সৃষ্টি করে এক ধরনের নৈরাজ্য। আজ যে তরুণ শিক্ষার্থী জ্ঞান আহরণের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে এবং শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে যার শিক্ষাঙ্গন ত্যাগ করার কথা অবস্থা বৈগুন্যে আজ সে তরুণ শিক্ষার্থী রূপান্তরিত হচ্ছে একজন হতাশাগ্রস্ত, অর্ধশিক্ষিত এবং অপূর্ণাঙ্গ মানুষে।

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির এই অবস্থার জন্যে কে দায়ী? যারা বলবেন বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজ থেকে আলাদা নয়- আমি তাদের সাথে একমত। অতএব বৃহত্তর সমাজের বা রাষ্ট্রের সন্ত্রাস ও দলীয়করণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও প্রবেশ করবে- এই বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করারও হয়তবা অবকাশ নেই। কিন্তু তারপরও কথা থেকে যায়। তাহলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কতগুলি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদের রয়েছে নিজস্ব স্বকীয়তা। এগুলি স্বায়ত্তশাসিত। সরকার প্রভাবমুক্ত নিজস্ব আইন ও বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হবার কথা। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উচ্চ শিক্ষার পীঠস্থান। এইগুলির প্রধান কাজ জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান বিতরণ। এছাড়াও এর আরেকটি বিশেষ কাজ হলো নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি। বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর খানিকটা বেশী দায়িত্ব আছে এবং সেটি হলো জ্ঞানের জন্য জ্ঞান সৃষ্টি করা নয়, বরঞ্চ এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর তথা দরিদ্র ও ভাগ্যহত জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য জ্ঞান সৃষ্টি করা। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আজ এই লক্ষ্য পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য বছরে কয়েকশত কোটি টাকা ব্যয় হয় এবং এই টাকা এদেশের জনগণের টাকা। অথচ এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থে, তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আজ তেমন কোন অবদান রাখতে পারছে না। এমনকি জ্ঞান আহরণ বিতরণের যে কাজ, স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার যে কাজ তা বিঘ্নিত হচ্ছে, বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং কোথাও কোথাও কখনো কখনো এই স্বাভাবিক শিক্ষা কর্মকান্ড সম্পূর্ণভাবে বিফল হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষপাতদুষ্ট প্রশাসন, সীমাহীন দলীয়করণ ও দুর্নীতি, অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্যে ছাত্র সংগঠনগুলির ছত্রছায়ায় সন্ত্রাস ও সংঘর্ষের ঘটনা। বিগত সরকারের আমলে দেশের সব কটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার-দলীয় প্রশাসন কায়েম হয়েছে। সম্পূর্ণ দলীয় বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উচ্চপদে নিয়োগ দান করা হয়েছে, যোগ্যতার মাপকাঠিতে নয়। অতএব এই দলীয় প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণভাবে দলীয়করণ করেছে। শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে দলীয় বিবেচনা প্রাধান্য পেয়েছে। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক প্রোগ্রাম দুর্বল হয়েছে, ন্যায়-নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে, আইনের শাসন ভূ-লুন্ঠিত হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। হলগুলিতে সরকার দলীয় প্রশাসন কায়েম হয়েছে এবং হলগুলি সরকার দলীয় ছাত্রসংগঠনের দুর্গে পরিণত হয়েছে। সন্ত্রাস নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থায় কি সুষ্ঠু স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব?

পত্রিকার সংবাদে জানা যায় যে, গত কিছু দিনে দেশের প্রায় ৫০টির বেশী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ অথবা অচল হয়ে গেছে। অনেক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। সেশন জটের কালো থাবা বারে বারে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে করেছে অনিশ্চিত। এভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে মূল্যবান সময়। শিক্ষকদের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সৃষ্টি হচ্ছে নিয়ত প্রতিবন্ধকতা। এই পরিস্থিতি অসহনীয়, দেশ ও জাতির জন্য অমঙ্গলকর এবং অনাকাঙ্ক্ষিত। বাংলাদেশের বাইরে অন্য কোন দেশে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিধানে সন্ত্রাস ও সেশন জট শব্দগুলি অনুপস্থিত। অর্থাৎ পৃথিবীর কোথাও কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট নেই এবং এই ধরনের সন্ত্রাসও অকল্পনীয়। একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে তাদের শিক্ষা কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক অথবা মানবসৃষ্ট কোন দুর্যোগ, দুর্ঘটনা এই ক্যালেন্ডার পরিবর্তন করতে পারে না।

কিন্তু কেন গত কিছুদিন যাবৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে? আমার মনে হয় এর মূল কারণ সন্ত্রাস এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ব্যর্থতা। ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও বন্দুক যুদ্ধের কারণে সহিংস ঘটনা ঘটছে এবং পরিণতিতে এগুলি অকার্যকর হয়ে যাচ্ছে। একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি মাত্র ছাত্র সংগঠনের ছাত্র যদি ক্যাম্পাসে বা হলে থাকার সুযোগ লাভ করে এবং অন্যরা যদি হল ও ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত হয়, আর কর্তৃপক্ষ যদি এক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক আচরণ করেন এবং ছাত্রদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা না করেন, তাহলে সংঘর্ষ কি অনিবার্য হয়ে উঠবে না? বিগত সরকারের আমলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হল, হোস্টেলগুলি সরকারী দলের ছাত্র সংগঠন দখল করে নেয় এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এগুলিতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। দেশে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার পর বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলি তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম শুরু করে এবং কর্তৃপক্ষের নিকট তাদের দাবী-দাওয়া পেশ করে। কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতিত্বের কারণে তাদের দাবী অপূর্ণ থেকে যায় বিশেষ করে ক্যাম্পাসে তথা হল-হোস্টেল থেকে বিতাড়িত থেকে যায়। ফলে ক্যাম্পাস হয়ে উঠে উত্তপ্ত এবং সংঘ[illegible] হয়ে পড়ে অনিবার্য। বিগত সরকার কর্তৃক দলীয় প্রশাসন কায়েম এবং তাদের ছাত্র সংগঠনের একচ্ছত্র আধিপত[illegible] বিস্তারের ফলে উদ্ভূত সমস্যা তত্ত্বাবধায়ক সরকার আদৌ অনুধাবন করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। কারণ এই সক[illegible] সমস্যা নিরসনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এ পর্যন্ত কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহ[illegible] করেননি। ফলে সন্ত্রাস, সেশন জট ও স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণের মত অনেক সমস্যার অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্[illegible] এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। এতে ক[illegible] দেশের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস হতে চলেছে। আর লাভবা[illegible] হচ্ছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর ব্যবসাভিত্তিক পরিচালিত শিক্ষ[illegible] প্রতিষ্ঠানগুলি।

এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হতে হলে অবিলম্বে সরকারের কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত হবে। তত্ত্বাবধায়[illegible] সরকার ক্ষণস্থায়ী বিধায় এ ব্যাপারে তাদের কিছু করার নেইএই যুক্তি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। নির্বাচন অনুষ্ঠা[illegible] তাদের প্রধান কাজ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কর্মকান্ড বা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়-দায়িত্ব অবশ্য[illegible] তাদের রয়েছে। অতএব দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কেন তারা হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না? বিশ্ববিদ্যালয়স[illegible] উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মাসে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। এই টাকা জনগণের টাকা। এদেশের জনগণে[illegible] প্রতি যদি বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন দায়-দায়িত্ব থেকে থাকে তাহলে এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি[illegible] প্রতিও তাদের দায়-দায়িত্ব রয়েছে। তাছাড়া এদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতিও সরকার তাদের দায়-দায়িত্ব অস্বীক[illegible] করতে পারবেন না।

সরকার যদি সারাদেশে অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাস নির্মূলের কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেন তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি[illegible] কেন এই কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারবেন না? আমি মনে করি তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শি[illegible] প্রতিষ্ঠানগুলিতে কঠোর হস্তে সন্ত্রাস নির্মূলের কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেন। অস্ত্র উদ্ধারের অভিযান পরিচালনা কর[illegible] পারেন এবং অস্ত্রধারী ও সন্ত্রাসীদের কঠোর হস্তে দমন এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসীরা আইনের উর্ধ্বে থাকতে পা[illegible] না। তাহলে এটা হবে এক দেশে দুই আইনের প্রবর্ত[illegible] আইনের চোখে সকলকেই সমান বিবেচনা করতে হবে[illegible] তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্র উদ্ধারও সন্ত্রাসীদের গ্রেফত[illegible] এবং হল, হোস্টেলে সকল বৈধ ছাত্রের সহ-অবস্থা[illegible] ব্যবস্থা করার পূর্বশর্ত হলো নিরপেক্ষ প্রশাস[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নিরপেক্ষ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা কর[illegible] পারলে অন্যায়মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব[illegible] বলে আমি বিশ্বাস করি। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা কর[illegible] পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করা স[illegible] হবে। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলে স্বাভাবিক শি[illegible] কার্যক্রম চালু করাও সম্ভব হবে। অন্যথায় এ[illegible] সংকট আরো ঘনীভূত হবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় দেখার [illegible] তাদের শিক্ষা কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সু[illegible] আমার হয়েছিল। পাশ্চাত্য বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গু[illegible] কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। এশিয়ায়ও অ[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার এবং দেখার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। ঐসব দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একটি পবিত্র স্থান, [illegible] চর্চা ও জ্ঞান সাধনার কি অপূর্ব সুযোগ সেখানে সৃষ্টি করা হয়েছে। ছাত্র-শিক্ষকের সমন্বিত উদ্যোগ ও প্রচে[illegible] শিক্ষার কি অপূর্ব পরিবেশ সেখানে বিদ্যমান। জ্ঞানের আলোকে তারা উদ্ভাসিত। নিয়ম-শৃঙ্খলার বন্ধনে র[illegible] সকলেই আবদ্ধ। আমি যখনই ইউরোপ, আমেরিকা বা এশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গিয়েছি তখনই তা[illegible] শিক্ষার এত সুন্দর পরিবেশ দেখে, ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক দেখে মুগ্ধ হয়েছি, অভিভূত হয়েছি। আর তার [illegible] আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিবেশের তুলনা করে ব্যথিত হয়েছি। গত এক বছর যাবৎ আমেরিকার এ[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত থাকার সময় যখনই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থা [illegible] করেছি তখনই আমার মন বেদনায় ভরে গেছে, ভারাক্রান্ত হয়েছে আমার হৃদয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি [illegible] নৈরাজ্য, স্বজনপ্রীতি এবং দলীয়করণের মত সমস্যায় জর্জরিত এবং এই সমস্যাগুলি আমাদের শিক্ষার পরিবে[illegible] করেছে নষ্ট, কলুষিত! তাই সুদূর প্রবাসে বসেও এই সকল সমস্যায় আক্রান্ত ও জর্জরিত শিক্ষাঙ্গনগুলির মুক্তি[illegible] ভেবেছি। আমার মনে হয় সরকার, রাজনৈতিক দল, শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমেই এই সম[illegible] সমাধান সম্ভব হতে পারে। মেধা ও মননের দিক থেকে আমরা পিছিয়ে আছি একথা সত্য নয়। আমাদের ম[illegible] রয়েছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অনেক যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষক। আমাদের মধ্যেও আছে বহু শিক্ষক যারা [illegible] ভালবাসেন; যাঁদের রয়েছে লেখাপড়ার প্রতি গভীর অনুরাগ। আমাদের ছাত্ররাও মেধাবী এবং পরিশ্রমী। [illegible] আমাদের উচ্চশিক্ষার মান নিম্নগামী। আমরা আমাদের মেধা, সম্পদ ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারছিনা [illegible] আমরা আক্রান্ত সন্ত্রাস, সেশন জট ও দলীয়করণের মত নানা সমস্যায়। এই মুহূর্তে চ্যান্সেলর, [illegible] ও রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি আমার নিবেদন এই যে- আপনারা চাইলে এবং [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি উপরোল্লিখিত সমস্যা অতিক্রম করে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম [illegible] করতে পারে এবং এক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হতে পারে।

[লেখক ঃ অধ্যাপক নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যা[illegible]

বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর খানিকটা বেশী দায়িত্ব আছে এবং সেটি হলো জ্ঞানের জন্য জ্ঞান সৃষ্টি করা নয়, বরঞ্চ এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর তথা দরিদ্র ও ভাগ্যহত জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য জ্ঞান সৃষ্টি করা। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আজ এই লক্ষ্য পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য বছরে কয়েকশত কোটি টাকা ব্যয় হয় এবং এই টাকা এদেশের জনগণের টাকা। অথচ এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থে, তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আজ তেমন কোন অবদান রাখতে পারছে না। এমনকি জ্ঞান আহরণ বিতরণের যে কাজ, স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার যে কাজ, তা বিঘ্নিত হচ্ছে, বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং কোথাও কোথাও কখনো কখনো এই স্বাভাবিক শিক্ষা কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণভাবে বিফল হয়েছে।